সাতদিন

৬ সেপ্টেম্বর : জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে এক কোটি সাড়ে ১২ লাখ টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়।

ট্রাক-বাসের ধাক্কায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর প্রাণহানি ঘটে। উত্তেজিত ছাত্ররা সড়ক অবরোধ, অগ্নিসংযোগ ও গাড়ি ভাংচুর করে।

৭ সেপ্টেম্বর : নিহত ৪ জাতীয় নেতা হত্যা মামলার রায় ঘোষণা নিয়ে আদালত পাড়ায় এক নাটকীয় ঘটনা ঘটে। মূল বিচারক অসুস্থ থাকায় এ রায় ২১ সেপ্টেম্বর পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

৮ সেপ্টেম্বর : বিচারক অসুস্থ থাকায় এরশাদের আয়কর ফাঁকি সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলার রায় ঘোষণা করা হয়নি। এ নিয়ে এই মামলাটির রায় ৩ বার পেছানো হলো।

৯ সেপ্টেম্বর : বিশ্বব্যাংক থেকে সারা বিশ্বে একযোগে প্রকাশিত '২০০৫ সালে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা : প্রবৃদ্ধির বাধা অপসারণ' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করার ব্যয় দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি।

১০ সেপ্টেম্বর : র‍্যাব হেফাজতে থাকাকালীন চট্টগ্রামের শীর্ষ সন্ত্রাসী ও সাতকানিয়া থানার এঁওচিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আহমেদুল হক চৌধুরী ওরফে আহমইদ্যা নিহত হয়।

১১ সেপ্টেম্বর : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ ছাত্র সংগঠনের সমাবেশে ছাত্রদল হামলা করে। হামলায় আহত হয় ৫০ জন। শিক্ষক সমিতির সভাপতির কক্ষ ভাংচুর করা হয়।

১২ সেপ্টেম্বর : প্রবল বর্ষণে বন্দরনগরী চট্টগ্রামে পাহাড় ধসে একই পরিবারের ৫ জন নিহত হয়েছে। অবিরাম বর্ষণে সারা দেশে জীবন যাত্রা বিপর্যস্ত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রদলের উন্মাদনা

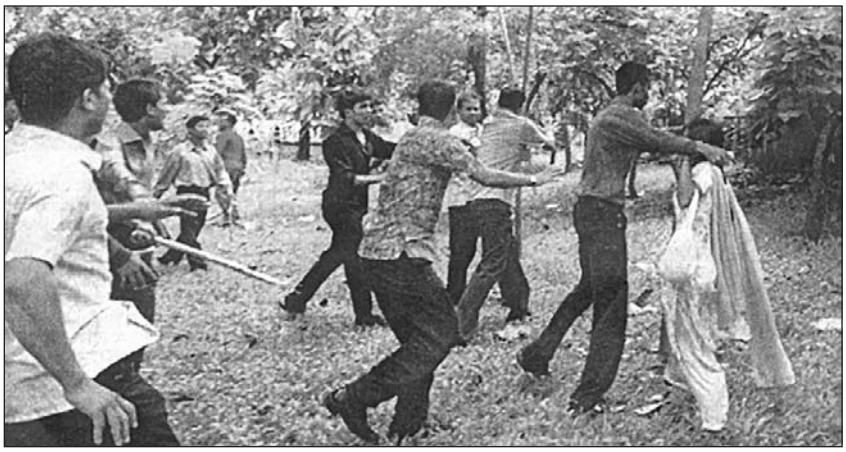

ছাত্রদলের ক্যাডারদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি মেয়েরাও

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এখন ক্ষমতার উন্মাদনায় পাগলপ্রায়। একদা সন্ত্রাসী বলে পরিচিত ছাত্রদল সভাপতি সাহাবুদ্দীন লাল্টু ও বিশেষ ভবনের পৃষ্ঠপোষকতায় নেতা বনে গিয়ে ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক আজিজুল বারী হেলালের নেতৃত্বে ছাত্রদল পরিণত হয়েছে সন্ত্রাসী ক্যাডার বাহিনীতে। সংগঠনের মধ্যে নেই কোনো ছাত্র রাজনীতির ছাপ। প্রতিপক্ষকে দমন, নির্যাতন, সাধারণ ছাত্র মিছিলে হামলা, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হয়ে উঠেছে ছাত্রদলের কাজ। সংগঠনের মধ্যে কোনো চেইন অব কমান্ড নেই। কেন্দ্রীয় দুই নেতার সঙ্গে ছাত্রদলের প্রায় সব নেতাকর্মীই নেমেছে পেশিশক্তির প্রতিযোগিতায়। নিজের গ্রুপকে সুসংহত করতে। সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কারণে স্থগিত রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল কমিটি। প্রতিটি হলে এখন ছাত্রদলের দুই তিনটি সশস্ত্র গ্রুপ সক্রিয়। চলছে হলগুলোতে আধিপত্য রক্ষার লড়াই। কেন্দ্রীয় বিভিন্ন নেতা সমর্থক ক্যাডার বাহিনীকে দিচ্ছে মদত। আওয়ামী লীগের বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের সমাবেশে বর্বরোচিত গ্রেনেড হামলার পর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দুঃখ প্রকাশ করে গ্রেনেড হামলার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারের সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন বলে জাতিকে জানান। সমবেদনা জানান আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি। বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের বক্তব্যে ছিল প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিফলন। অথচ তার পরের দিন ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল গ্রেনেড হামলা প্রসঙ্গে ক্যাম্পাসে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, এ হামলার জন্য বিরোধী দলের নেত্রীই দায়ী। বিচারের কাঠগড়ায় তারই দাঁড়ানো উচিত। বিএনপির হাই কমান্ডের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়ায় হেলাল হন সমালোচিত। একজন ছাত্রনেতার এমন বিবেকবর্জিত বক্তব্যে জাতি হয়েছে বিস্মিত।

ত্যাগী নেতাদের বিসর্জন দিয়ে ছাত্রদলের বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের পরই ছাত্রদল অগণতান্ত্রিক শিষ্টাচার বিরোধী আচরণে নেমে পড়ে। গত ১১ সেপ্টেম্বর ছাত্রলীগসহ ছয় সংগঠনের সমাবেশে ছাত্রদল সভাপতি সাহাবুদ্দীন লাল্টুর উপস্থিতিতে হামলা, অতীতের আচরণের প্রতিফলন হয়েছে। ছাত্রদলের ক্যাডাররা ভাঙচুর করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি আ. আ. স. ম. আরেফিন সিদ্দিকীর কক্ষ। ক্যাম্পাসে সাহাবুদ্দীন লাল্টুর নেতৃত্বে তান্ডব চলার পরই নির্লজ্জভাবে লাল্টু সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন। সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ছাত্রলীগ তাদের সমাবেশে হামলা চালিয়েছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রী ছাত্রলীগকে প্রতিহত করেছে। আসলে এমন মিথ্যাচার শুধু সাহাবুদ্দীন লাল্টুর মুখেই মানায়।

আওয়ামী লীগ সমাবেশে গ্রেনেড হামলার প্রতিবাদে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছয় ছাত্র সংগঠন কলা ভবনের সামনের আমতলায় ১১ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টায় সমাবেশ শুরু করে। ছাত্রদল মিছিল থেকে এ সমাবেশে হামলা চালায়। ছাত্রদলের ক্যাডাররা শান্তিপূর্ণ এ সমাবেশে লাঠি, ইট নিয়ে এগিয়ে আসে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, এদের মধ্যে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরাও ছিল। ছাত্রদলের আকস্মিক এ হামলায় ছয় ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা ছোটাছুটি শুরু করে। ছাত্রদলের ক্যাডাররা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপর। ছাত্র সংগঠনের মেয়েদের ওপর উন্মত্ত হিংস্রতায় তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের নির্বিচারে লাঠিপেটা করা হয়। এ সময় ক্যাম্পাসে মোতায়েনরত পুলিশ বাহিনীকে নীরব দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তারা পরোক্ষভাবে ছাত্রদলের ক্যাডারদেরই সহযোগিতা করতে থাকে।

পাশবিক নির্যাতনে আহত কর্মীদের হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময়ও ছাত্রদলের ক্যাডাররা বাধা দেয়। ছাত্রদলের ক্যাডাররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আ. আ. স. ম. আরেফিন সিদ্দিকীর বিভাগীয় কক্ষটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। ছাত্রদলের সঙ্গে ছাত্র শিবিরের ক্যাডাররাও ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনগুলোর ওপর। পুরো ক্যাম্পাসে এ সময় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রদলের বর্বর হামলা ও পুলিশি ভূমিকার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ ছয় ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা পরমাণু শক্তি কমিশনের একটি স্টাফ বাস পুড়িয়ে দেয়। গাড়ি ভাঙচুর শুরু করে। ছাত্রদল এ সময় ক্যাম্পাসে আবারও মিছিল বের করে। মিছিলটি মধুতে ফিরে গিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফ্রন্টের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালায়। চেয়ার ছুঁড়ে মারে।

ছাত্রদলের হামলায় গুরুতরভাবে আহত হন ছাত্রলীগের সভাপতি লিয়াকত সিকদার, জাসদ ছাত্রলীগ সভাপতি শরীফুল কবির স্বপন, ছাত্রমৈত্রীর রফিকুল ইসলাম সুজন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, শামসুন্নাহার হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মমতাজ বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক মনিকা পারভীন স্বর্ণা, ইডেন মহিলা কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি জিন্দা পারভীন রিমি, সাংগঠনিক সম্পাদক নিঝুম, বদরুন্নেছা কলেজের সভাপতি নাসরিন সুলতানা ঝরাসহ অর্ধ শতাধিক নেতাকর্মী। এদের অনেককেই ঢাকা মেডিকেলের পর সেন্ট্রাল, শমরিতা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত সিকদার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন মারাত্মক আহত হয়ে ভর্তি হন সেন্ট্রাল হাসপাতালে। আহতহয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা মারুফা আক্তার পপি, মিহির কান্তি ঘোষাল, খান মঈনুল হোসেন মোস্তাক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক হোমায়েত উদ্দীন হিমু, জাতীয় ছাত্রধারার সভাপতি মাহফুজ আকরাম, জাতীয় ছাত্র ঐক্যের সভাপতি জুয়েল আহমেদ।

আদর্শ ও সাংগঠনিক শক্তি হারিয়ে ছাত্রদল এখন অস্ত্র ও সন্ত্রাসের জোরে বিরোধী শক্তি ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের দমিয়ে রাখতে চায়। ২০০২ সালের জুলাই মাসে শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের ওপর পুলিশি হামলার পর সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের মিছিলে ছাত্রদল ক্যাডাররা ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনার্স ডিগ্রিকে প্রফেশনাল ডিগ্রির দাবিতে ছাত্ররা মিছিল করলে, ছাত্রদল তাদের মারধর করে। লেলিয়ে দেয় ক্যাডার বাহিনী। হুমায়ুন আজাদের হত্যা প্রচেষ্টার প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মিছিলেও ছাত্রদল হামলা চালায়। এ ধারাবাহিকতায় ১১ সেপ্টেম্বর আবারও প্রতিপক্ষের মিছিলে বর্বর হামলা চালানো হলো।

ছাত্রদলের তান্ডবের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। শিক্ষক সমিতি ৭২ ঘন্টা ধরে ক্লাস বর্জনের কর্মসূচি ঘোষণা দিয়েছে। অপরাধীকে গ্রেপ্তার না করলে শিক্ষকরা লাগাতার কর্মসূচিতে যেতে পারেন। ছয় ছাত্র সংগঠনও লাগাতার কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামছে বলে জানা গেছে। অপরদিকে গতানুগতিক একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। উপ-উপাচার্য আ. ফ. ম ইউসুফ হায়দারকে প্রধান করে ছয় সদস্যের এই তদন্ত কমিটি। এ তদন্ত কমিটির রিপোর্টও হয়তো আলোর মুখ দেখবে না। প্রশাসনের মদদপুষ্ট ছাত্রদল ক্যাডারদেরও হয়তো শাস্তি হবে না। তদন্ত রিপোর্ট চলে যাবে হিমাগারে।

ছাত্রদলের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে সাধারণ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবন আবারও থমকে দাঁড়িয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবারও তীব্র সেশন জটে পড়তে যাচ্ছে। ছাত্রদলের অদক্ষ, বিবেক বর্জিত, সন্ত্রাসী নেতৃত্বকেই এ দায়ভার নিতে হবে।

জয়ন্ত আচার্য

অভয়নগর

ছাত্রদলের চাঁদাবাজি

যশোর-নড়াইল সড়কের তুলোরামপুর ব্রিজ। ৩ মোটরসাইকেল আরোহীকে থামিয়ে দিলেন ২ যুবক। তাদের অপরাধ তারা একটি মোটরসাইকেলে চড়ে ৩ জন যাচ্ছিলেন এবং তাতে কোনো নম্বর প্লেট নেই। মওকা বুঝে ২ যুবক হাম্বিতম্বি শুরু করে দিলেন। এক পর্যায়ে ৪ হাজার টাকা 'জরিমানা' দিতে বললেন। ৩ মোটরসাইকেল আরোহীর কোনো কথায়ই তারা গুরুত্ব দিলেন না। বরং তাদের জোর করে পার্শ্ববর্তী করিমপুর গ্রামে নিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে খবর পৌঁছে যায় নড়াইল থানায়। পুলিশ এলে সবাই নিশ্চিত হয়ে যান মোটরসাইকেল আরোহী ৩ জন সেনাবাহিনীর অফিসার। তারা ওই দুই যুবকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেত বারবার পরিচয় দিলেও মোটেও গুরুত্ব দেয়নি তারা। বরং ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ অব্যাহত রাখে। পুলিশ আসার পর সাধারণ মানুষ ওই দুই যুবকের কর্মকান্ড দেখে বিস্মিত হয়ে যান। কিন্তু সবাই আরো বেশি হতবাক হন যখন তাদের আসল পরিচয় জানা যায়। পুলিশ তাদের আটক করলে প্রভাব খাটিয়ে ছাড় পাওয়ার জন্য তারা নিজেরাই নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করে। তারা বাঘারপাড়া ছাত্রদলের শীর্ষ নেতা। এ ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে চারদিকে ছিঃ ছিঃ পড়ে যায়। দলের নামে চুন-কালি লাগানোর কারণে মুল দলের নেতারাও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। পুলিশও তাদের ছাড়েনি। চালান দেয় আদালতে। ঘটনাটি ৬ সেপ্টেম্বর সকালের দিকের। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ৩ সেনা অফিসার ছুটি কাটানোর জন্য নড়াইল যাচ্ছিলেন। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের বসতবাড়ি দেখা। কিন্তু তারা তুলোরমপুর ব্রিজের কাছে পৌঁছালেই ঘটে এ বিপত্তি। ওই দু'যুবকের একজনের নাম বিল্লাল হোসেন এবং অপরজনের নাম হাফিজুর রহমান। এদের মধ্যে প্রথমজন বাঘারপাড়া থানা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক, অপরজন ক্রীড়া সম্পাদক। এলাকাবাসী জানান, শুধু ওই দিনই নয়, তারা দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় চাঁদাবাজি করতো। পথচারীদের আটকে ও নানা ফাঁদে ফেলে আদায় করতো অর্থ। কিন্তু ছাত্রদলের নেতা হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে কেউ টু'শব্দটি করতে পারতো না। পুলিশ বিষয়টি জানতো। কিন্তু একই কারণে তারাও নীরব থাকতো।

ফলোআপ

ক্রিস্টিনের যাওয়া আসা ও বিশ্বব্যাংক ইম্যুনিটি

রিপোর্ট : **সাইফুল হাসান**

ক্রিস্টিন আই ওয়ালির বিশ্ব ব্যাংক প্রেসিডেন্ট এমন এক সময় দেশ ছাড়লেন যখন দেশের অভ্যন্তরে অস্থিরতা বিরাজমান, যখন বিশ্বব্যাংকের ইম্যুনিটিবিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে, যখন আমেরিকা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অতিরিক্ত আগ্রহ দেখাচ্ছে। দেশবাসীর জন্য এসব বিষয় ভাবনার। কেউ কেউ এসব ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার করে সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে তাদের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

বিশ্বব্যাংক এমনিতেই যা ইচ্ছা তাই করে এ দেশে। তাদের কোনো জবাবদিহি করতে হয় না। তারপর ও আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে 'যা ইচ্ছা তা করার' সার্টিফিকেট তাদের দরকার। বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করে তারা এই সার্টিফিকেট পাবার দোড়গোড়ায়। যেটাকে আমরা বলছি ইম্যুনিটি। চলতি সংসদ অধিবেশনেই সরকার তাদের দায়মুক্তির বিল পাস করবে বলে জানা গেছে। ক্রিস্টিন বোমা হামলা সংক্রান্ত একটি চিঠি পেয়ে কেন দেশ ছেড়ে চলে গেলো সেটা একটা রহস্য বটে। আমাদের মন্ত্রী, সাংসদরা কথায় কথায় বিশ্বব্যাংকের কথা বলেন। দেশের কল্যাণের কথা বিবেচনায় রেখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তো বিশ্বব্যাংক ছাড়া আর কিছু বুঝতেই চান না। 'বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের সবচেয়ে বড় শুভাকাঙ্ক্ষী সম্ভবত আমাদের অর্থমন্ত্রী'- কথাটি বললেন বর্তমান সরকারদলীয় সাংসদ। ক্রিস্টিন দেশ ছাড়ার আগে অর্থমন্ত্রী তাকে বুঝিয়েছেন, তিনি চলে গেলে দেশের বড় ক্ষতি হবে। বিশ্বে বাংলাদেশের মানুষের সম্মান ক্ষুণ্ন হবে। সরকার থেকে তাকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার আশ্বাসও দিয়েছিলেন। তবু তিনি দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। কেন? জাতিসংঘের বাংলাদেশ অফিসে কর্মরত এক কর্মকর্তা বলেন, সরকারের আশ্বাসের পর ওর চলে যাওয়া উচিত হয়নি। আমার ধারণা বেসিক্যালি ক্রিস্টিন দেশ ছাড়ার নাটক করেছে দুটি কারণে। বোমা হামলার হুমকিতে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের দেশ ছেড়ে যাওয়ার ঘটনা বিশ্ব মিডিয়াকে আকর্ষণ করবে। এতে দেশের ভাবমূর্তি তো বটেই, সরকার চাপে থাকবে। দ্বিতীয়ত, বিশ্বব্যাংকের ইম্যুনিটি নিয়ে দেশে একটা আন্দোলন দানা বাঁধছে। সরকার যেন পিছিয়ে না আসে এই ভাবনা থেকেও সে চলে যেতে পারে।' বিশ্বব্যাংকের অভ্যন্তরে কর্মরত একজন কর্মকর্তা বলেন, ' ক্রিস্টিন যাওয়ার ব্যাপারে আমাদেরও কিছু জানায়নি। বরং ইম্যুনিটি পাওয়া না পাওয়া নিয়ে কিছুটা টেনশন ছিলো। কারণ বিভিন্ন ফোরাম থেকে বিশ্বব্যাংক বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছিলো। এ বিষয়ে আপাতত চুপ থাকার সিদ্ধান্তও হয়। কিন্তু হঠাৎ এভাবে চলে যাওয়ায় আমরা অবাক হয়েছি। ক্রিস্টিন বাংলাদেশের মানুষের প্রতি খুব অন্যায় করেছেন। এ ঘটনার চড়া মূল্য দিতে হবে বাংলাদেশকে।' সরকার ও বিশ্বব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, দু'একদিনের মধ্যে ক্রিস্টিন তার কর্মক্ষেত্রে যোগ দিতে পারেন। অর্থমন্ত্রী তাকে এসএসএফ সুবিধা দেবার কথাও বলেছেন। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা পেলেই ক্রিস্টিন দেশে ফিরবেন বলে জানা গেছে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এ ২৭ আগস্ট, ২০০৪ সংখ্যায় 'বিশ্বব্যাংক যা ইচ্ছা তাই করবে, কিছুই করতে পারবে না বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদন

প্রতিবাদ এবং প্রতিবেদকের বক্তব্য

সাপ্তাহিক ২০০০-এর বর্ষ ৭, সংখ্যা ১৮ (১০ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত 'X ফাইল চিফ হুইপ পুত্র পবন' শীর্ষক প্রতিবেদনের প্রতিবাদ পাঠিয়েছেন খোন্দকার আকতার হামিদ খান পবন। তিনি তার স্বাক্ষরিত প্রতিবাদে বলেছেন, প্রকাশিত প্রতিবেদনটি তথ্যবিহীন, কল্পনাপ্রসূত, বানোয়াট, রাজনৈতিক পক্ষপাতমূলক। আমার পিতার মানসম্মান ও রাজনৈতিক পরিমন্ডল ঘোলাটে করার অপকৌশল মাত্র। প্রতিবাদপত্রে তিনি বলেছেন, পবন বাহিনী নামে কোনো বাহিনীর সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততা নেই।

এলাকায় যারা চোরাকারবারি, চোরাকারবারের সমর্থক, হোতা; পবন বাহিনী তাদের কল্পিত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। তিনি প্রতিবাদে বলেছেন, আমার বিরুদ্ধে ৭০টি দোকান মালিকের কাছে ৫ হাজার টাকা করে চাঁদা দাবির অভিযোগ মিথ্যা। কোনো বাচ্চার ওপেন হার্ট সার্জারির জন্য সাড়ে ৩ লাখ টাকা সংগ্রহের ব্যাপারে আমার তথাকথিত উদ্যোগ সংক্রান্ত রিপোর্টটি মিথ্যাকে সত্যে রূপ দেয়ার অপচেষ্টা মাত্র। তিনি প্রতিবাদপত্রে লিখেছেন, আমার পিতা পর পর পাঁচবার নির্বাচিত সংসদ সদস্য। তিনবার চিফ হুইপের দায়িত্ব পালন করেন। খোন্দকার আকতার হামিদ পবন প্রতিবাদে তার ভাই-বোনের শিক্ষাগত যোগ্যতা তুলে ধরে নিজেকে নর্থ সাউথ ইউনিভারসিটির একজন কৃতী ছাত্র দাবি করেন। তার নিজের বিরুদ্ধে আনা সব চাঁদাবাজির অভিযোগ প্রতিবাদে অস্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, ২০০০-এর প্রকাশিত প্রতিবেদনটি আমার চিফ হুইপ পিতা ও পরিবারকে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে হেয় করেছে।

প্রতিবেদকের বক্তব্য : সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার এক দিন আগে ৭ সেপ্টেম্বর চিফ হুইপ খোন্দকার দোলোয়ার হোসেনের ছেলে খোন্দকার আকতার হামিদ খান পাবন তার দুই ক্যাডারসহ সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে এসে রিপোর্টারদের খোঁজ করতে থাকেন, হুমকি প্রদান করেন। নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত রক্ষীকে ধমক দিয়ে বলেন, আমি চিফ হুইপ পুত্র পবন। সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনটি অনুসন্ধান ও বিভিন্নজনের সঙ্গে কথা বলেই করা হয়েছে। কাউকে হেয় করার জন্যে সাপ্তাহিক ২০০০ কখনো কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করে না। এ ক্ষেত্রেও করেনি।

প্রকাশের পর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

রিপোর্টের পরে বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে গড়ে ওঠে ইম্যুনিটি বিরোধী জোট। সাপ্তাহিক ২০০০-এর উদ্যোগে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইম্যুনিটি বিরোধী জোটও মতবিনিময় সভা থেকে সরকারের প্রতি বিশ্বব্যাংককে ইম্যুনিটি না দেবার আহ্বান জানানো হয়।

বিশ্বব্যাংকের একজন কর্মকর্তা জানান, 'এই বিষয়ে ওয়াশিংটন থেকে ব্যাংকের আইন উপদেষ্টার অবস্থান জানতে চাওয়া হয়। কেন ১৪ বার আদালতের সমন উপেক্ষা করা হলো, কার পরামর্শে এটা করা হলো সেটাও জানতে চাওয়া হয়। পরে আইন উপদেষ্টা ই-মেইলে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টকে আদালতের মামলার ব্যাপারে কোনো চিন্তা না করার পরামর্শ দেন। তবে আমি এমন কথাও শুনেছি বিশ্বব্যাংক বর্তমান আইন উপদেষ্টাকে বাদ দেয়ার চিন্তা-ভাবনাও করছে।' উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংকের পক্ষে মামলায় লড়ছেন উপমহাদেশের বিশিষ্ট আইনজীবী ড. কামাল হোসেন। এ বিষয়ে তার অবস্থান জানার জন্য তাকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, 'না ভাই আমি এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে পারছি না। অন্য কাজে ব্যস্ত আছি।'- এই বলে ফোন রেখে দেন।

বিশ্বব্যাংকের পলিসির সঙ্গে লক্ষ কোটি মানুষের জীবন জড়িত। 'ব্যাংক বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী বলেই তার ইম্যুনিটি পাওয়া উচিত নয়।'- এই মন্তব্য বিশ্বব্যাংকের একজন কর্মকর্তার। দেশে ইম্যুনিটি নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। কিন্তু বিশ্বব্যাংক একদম চুপ। ইম্যুনিটি তাদের কেন প্রয়োজন সে বিষয়ে তারা এখন পর্যন্ত কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি। বিশ্বব্যাংকের নীতির কারণে বাংলাদেশের কোনো সেক্টরের উন্নতি হয়নি অবনতি ছাড়া। বিদ্যুৎ, শিল্প, পাট, ব্যাংকিং সেক্টরগুলোর দিকে তাকালেই এটা পরিষ্কার। আর্সেনিক বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ সমস্যা। অথচ ইউনিসেফ যখন এ দেশে টিউবওয়েল পোঁতা শুরু করে তখন থেকে এই প্রজেক্টে ফান্ডকারীর মধ্যে অন্যতম বিশ্বব্যাংক আর্সেনিক আজকের সমস্যা নয়। বাংলাদেশের আগেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ আর্সেনিক আক্রান্ত হয়েছে। ইউনিসেফ, বিশ্বব্যাংকও তা জানতো। তারপরও তারা এখানে ফান্ড করেছে, মানুষকে নিরাপদ পানির নামে বিষ উপহার দিয়েছে। তাদের এই অপরাধের কারণে যদি কেউ আদালতে যায়, মূলত এরকম ভয় থেকেই বিশ্বব্যাংকের ইম্যুনিটির প্রয়োজন। হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে, সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ভালো মন্দ যাচাই না করেই বিশ্বব্যাংককে ইম্যুনিটি দেবে। তার মানে এই নয়, বিশ্বব্যাংককে জনগণ ইম্যুনিটি দিচ্ছে। ক্রিস্টিন দেশের একজন সিনিয়র মন্ত্রীর অনুরোধ না শুনে বিদেশে গিয়ে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে। এ দেশের কল্যাণ তারা চায় না, ভবিষ্যতেও চাইবে না। তাই ব্যাংককে ইম্যুনিটি না দিয়ে বরং কিভাবে জবাবদিহিতার মধ্যে নিয়ে আসা যায় সে চিন্তা করা উচিত। মাননীয় অর্থমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী আপনাদের এ দেশেই থাকতে হবে, এ দেশের জনগণকে নিয়েই রাজনীতি করতে হবে, বিশ্বব্যাংককে নিয়ে নয়। বিশ্বব্যাংক শর্তসাপেক্ষ ঋণ দেবে, আবার ধমকও দেবে। প্রয়োজনে দেশকে ধ্বংসের কিনারে নিয়ে দাঁড় করাবে। সুতরাং জনগণের কল্যাণের কথা ভেবে ইম্যুনিটি প্রদান থেকে বিরত থাকুন। যে উন্নয়ন নিয়ে আপনারা চিন্তিত তার প্রধান শক্তি জনগণ, বিশ্বব্যাংক নয়।

মোর্শেদ খানের কাঁচা কূটনীতি

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি অনেক। শুষ্ক মৌসুমে ভারত আমাদের পর্যাপ্ত পানি দেয় না। এ দেশের তালিকাভুক্ত অসংখ্য শীর্ষ সন্ত্রাসী ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহালতবিয়তে বসবাস করছে। উপরন্তু, ভারতীয় মিডিয়াগুলো দাবি করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার। ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের এসব অভিযোগ উপেক্ষা করার মতো নয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোর্শেদ খানও সম্প্রতি এ অভিযোগগুলোই উত্থাপন করেছেন। দুঃখের বিষয়, অভিযোগটি কূটনৈতিক ভাষায় হয়নি। হয়েছে সাধারণ মানুষের আবেগী ভাষায়। ফলে দূরত্ব বেড়েছে দু'দেশের সরকারের মধ্যে। উভয় দেশের তরুণ সাংবাদিকদের নিয়ে আয়োজিত এক কর্মশালায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোর্শেদ খান বাণিজ্য, অভিন্ন নদীসমূহের পানি বন্টন, সন্ত্রাসী কার্যক্রম এবং পারস্পরিক দোষারোপের মতো বিভিন্ন ইস্যুতে দিল্লির কড়া সমালোচনা করেন। মোর্শেদ খানের বক্তব্যে কূটনীতি ছিল কম আবেগ ছিল বেশি। ফলে দু'দেশের মধ্যে দেখা দিয়েছে কূটনৈতিক তিক্ততা। ভারত তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে তলব করা হয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্র সচিব শ্যাম শরণ এ কথাও বলেছেন, মোর্শেদ খানের বক্তব্য দু'দেশের সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, দু'দেশের সম্পর্ক কিভাবে ঘনিষ্ঠ করা সম্ভব সেই কর্মশালায় মোর্শেদ খান বক্তব্য রাখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু এমন বক্তব্য তিনি রাখলেন যে দু'দেশের সম্পর্ক বিনষ্টের উপক্রম হয়েছে। এতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কূটনৈতিক অপরিপক্কতা প্রকাশ পেয়েছে।

ভারতের প্রতিক্রিয়াকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন পর্যবেক্ষকরা। সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে ভারত-বাংলাদেশের চেয়ে শক্তিশালী। ভূরাজনৈতিক কারণে ভারত পশ্চিমা সুপার পাওয়ারদের মিত্র। তাই এভাবে চটানো ঠিক হয়েছে কি না এ কথা ভেবে দেখা উচিত। অনেকেই মনে করছেন, ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার কথা মোর্শেদ খানের বিবেচনা করা উচিত ছিল। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক এমনিতেই নাজুক। এ অবস্থায় বাংলাদেশকে চাপে ফেলার একটা ইস্যু তুলে দেয়া হলো দিল্লির হাতে।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ভারতের সঙ্গে হার্ডলাইনে যাওয়া সম্ভব নয়। এমিনতেই অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলার অবনতির কারণে সরকার দেশী-বিদেশী চাপের মধ্যে আছে। এ অবস্থায় শক্তিশালী প্রতিবেশীকে উসকে দেয়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হলো?

দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক একটি গতিশীল ধারা। ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়া সামনের দিনগুলোতে হয়তো ঠান্ডা হয়ে আসবে। কিন্তু ভারতের শক্তিশালী এবং প্রতিক্রিয়াশীল মিডিয়া ব্যাপারটি এতো সহজে ছাড়বে বলে মনে হয় না। ইতিমধ্যেই 'টাইমস অব ইন্ডিয়ার' মতো প্রভাবশালী পত্রিকা বাংলাদেশকে আফগানিস্তানের সঙ্গে তুলনা করেছে। 'পাইওনিয়ার' পত্রিকা মনগড়া রিপোর্ট ছেপেছে। 'স্টেটস্ম্যান' তো বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের আবদারই জানিয়ে বসেছে। এ অঞ্চলে সবচেয়ে শক্তিশালী মিডিয়া ভারতের। পশ্চিমা মিডিয়ায়ও ভারতের প্রভাব অপরিসীম। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থায়ও ভারতীয় লবির প্রভাব রয়েছে। দিল্লিকে চটানোর ফলটা কি হতে পারে তা অনুমান করা উচিত ছিল। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য তাই অপরিণামদর্শী হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

মোর্শেদ খান সত্য কথা বলেছেন। আমারাও চাই ভারত সরকার অভিযোগগুলো গুরুত্বের সঙ্গে নিক। সমস্যা সমাধানে আন্তরিক হোক। শক্তিশালী দেশ বলেই দাদাগিরি করতে হবে, এর কোনো মানে নেই। কিন্তু আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উচিত ছিল তেতো ওষুধটাতে চিনির প্রলেপ লাগিয়ে দেয়া। কাজটি না করা তার বোকামি হয়েছে।